যুগান্তর

তারিখ 19 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে বিশৃংখলা

সময়মতো বই ছাপার কাজ শেষ করতে হবে

'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' করার প্রবাদটি অনেকের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাৎক্ষণিক অর্থলিপ্সায় অনেকে তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আর সেটা করার জন্য সিন্ডিকেটও তৈরি করে ফেলা হয় নিপুণভাবে। যাতে অপরাধী ও অপরাধকে আড়াল করা যায়, রক্ষা করা যায়। ২২ জন মিলে সিন্ডিকেট তৈরি করে আরও ২২ জনকে ভিড়িয়ে নিয়ে কোটি মানুষের স্বার্থহানি ঘটানো এক নিয়মিত 'ব্যবসা' হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশে। এ রকমই এক 'ব্যবসার' নামে আমরা জিম্মি হতে দেখছি আমাদের কোমলমতি শিশু-শিক্ষার্থীদের। তাদের পড়াশোনাকে অনিশ্চিত করে তুলেছে পাঠ্যবই মুদ্রণের দায়িত্ব নেয়া মুদ্রক প্রতিষ্ঠান, এনসিটিবি মিলেমিশে।

শুক্রবারের যুগান্তরে 'বিনামূল্যের পাঠ্যবই নিয়ে হযবরল অবস্থা' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়লে পাঠক উপরের কথাগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। আগামী ২ জানুয়ারি পালিত হবে পাঠ্যবই বিতরণের বই উৎসব দিবস। অথচ পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ নিয়ে বিশৃংখল অবস্থার কারণে ছেপে শেষ করা যায়নি এখনও সাড়ে ৪ কোটি বই। দ্বিতীয়ত, বই ছাপা হচ্ছে যাচ্ছেতাইভাবে। নিম্নমানের নিউজপ্রিন্ট, নিম্নমানের কালি, নিম্নমানের বাঁধাইয়ে প্রস্তুত এসব বই শিক্ষার্থীরা ৩ মাসও ব্যবহার করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। আর এ নৈরাজ্য নিয়ে চলছে দোষারোপের প্রতিযোগিতা। মুদ্রকরা দোষ দিচ্ছেন এনসিটিবি, কাগজকল ও সময় স্বল্পতাকে। দোষ দেয়া হচ্ছে গাইড ব্যবসায়ীদেরও— তারা গাইড ছাপতে দিয়ে পাঠ্যবই ছাপা বিঘ্নিত করছেন। এনসিটিবি দোষ দিচ্ছে মুদ্রকদের ও দাতা সংস্থাকে। সংশ্লিষ্টরা মেতে উঠেছে দোষারোপের খেলায়। এতে ক্ষতি যা হওয়ার তা হবে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সর্বোপরি শিক্ষার।

আমরা পাঠ্যবই মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, তারা যেন আমাদের সন্তানদের শিক্ষাবর্ষ ব্যাহত না করেন। যে কোনো মূল্যে যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অর্থলিপ্সার কারণে যেন বিপন্ন না হয় জাতির ভবিষ্যৎ সন্তানদের শিক্ষা। শিক্ষার্থীরা যেন বই উৎসবের দিন সম্পূর্ণ সেট বই নিয়ে ঘরে ফেরে।